যৌবনে ইবাদতের ফযীলত

18-October-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার কবরে এমন একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ অর্থাৎ যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ সমূহ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ অর্থাৎ সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ পাক পড়ে, তবে সে (ফিরিশতা) আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম পেশ করে থাকে। সে বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহুর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।" **(মুসনাদে বায্যার, ৪র্থ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪২৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয় বস্তু "যৌবনে ইবাদতের ফযীলত" সাধারণত যৌবনকালে নির্ভীকতা ও দুঃসাহসীকতা এবং ঐ সুন্দর মূহুর্তটার প্রতি মূল্যহীনতা বার্ধক্যে আফসোসের কারণ হয়ে দাড়ায়। এই কারণে যতদিন যৌবন বাকী থাকে এবং সুস্থ নিরাপদে থাকে, তবে তার বেশি থেকে বেশি ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা জরুরী।

ইবাদত পরায়ন যুবক

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "হিকায়াত আওর নসীহত" এর ৩২০ পৃষ্ঠায় উল্লোখ রয়েছে: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এক যুবককে লোকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে জংগলে একটি জায়গায় ইবাদতে মগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাকে সালাম

দিলাম, সে সালামের জবাব দিল। আমি তাকে বললাম: হে যুবক! তুমি এই নির্জন জায়গায় কেন? যেখানে তোমার কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু নেই? সে বলল: কেন থাকবেনা! আমার দয়ালু প্রতিপালকের শপথ! আমার সাহায্যকারীও রয়েছে, বন্ধুও রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার সাহায্যকারী ও বন্ধু কোথায়? সে উত্তর দিলো: তিনি তাঁর সম্মানের সাথে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, তাঁর ইল্‌ম ও হিকমতের দ্বারা আমার সাথে রয়েছেন, তিনি হিদায়াতের সাথে আমার সামনে এবং তাঁর নিয়ামত ও মহত্ব দ্বারা আমার ডানে-বামে আছেন। যখন আমি কথা গুলো শুনলাম তখন আরয করলাম: আপনি কি আমাকে আপনার সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিবেন? তখন সে বলতে লাগল: আপনার সংস্পর্শ আমাকে ইবাদত থেকে অলস করে দিবে। আর আমি সেটা পছন্দ করি না। কেননা, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত জমিনের বাদশা আমার জন্য যথেষ্ট। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই নির্জন জায়গায় ভয় হয় না। সে আমাকে জবাব দিল: যার প্রিয় বন্ধু **আল্লাহ্ তায়ালা,** তার আবার ভয় কিসের! আমি জিজ্ঞাসা করলাম: খাবার কোথা থেকে আহার করেন? উত্তর দিলো: যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন তিনি তাঁর দয়ায় মায়ের পেটের ভিতর আমাকে রিযিক দিয়েছিলেন। আর এখন যখন আমি বড় হয়ে গেছি, তবে তিনি কি আমাকে রিযিক দিবেন না? আমার জন্য তাঁর কছে নির্ধারিত রিযিক রয়েছে এবং সেটার সময়ও লিখা রয়েছে। তার পর আমি তাকে দোয়া করার জন্য বললাম, তখন তিনি আমাকে এইভাবে দোয়া করলেন: **"আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার চোখকে তার নাফরমানি থেকে রক্ষা করুক এবং আপনার অন্তরকে তাঁর ভয়ে ভরপুর করুক। আর আপনাকে ঐ লোকদের মত না বানাক, যারা তাঁর ইবাদত থেকে অলস হয়ে রয়েছে।" এর পর সে যখন যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমার ভাই! পরবতীর্তে কখন আবার আপনার সাথে দেখা হবে? তখন সে হেঁসে বলল: আজকের পর দুনিয়াতে আর কখনো দেখা হবে না। হ্যাঁ! কিয়ামতের দিন সমস্ত লোকেরা যখন একত্রিত হবে, তখন আপনি যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চান তবে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে দীদারকারীদের মধ্যেই খুঁজবেন। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কী ভাবে এটা জানা হয়ে গেল? উত্তর দিলেন: তাঁর সম্মানের কসম! তার কারণেই জেনে গেলাম। কেননা, আমি

আমার চোখকে হারাম কৃত বস্তু সমূহ থেকে এবং নিজের নফসকে কামনা ও বাসনা থেকে দূরে রেখেছি। অনেক রাত আমি তার ইবাদতের জন্য একাকীত্ব অবলম্বন করেছি। আমি আশা করছি তিনি আমার উপর খুশি হবেন, এর পরিণামে তিনি আমাকে তাঁর দীদার করাবেন। তারপর ঐ যুবক অদৃশ্য হয়ে গেলে। এর পর থেকে তার সাথে আর কখনো সাক্ষাত হয়নি।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনার মধ্যে ঐ যুবক যৌবন কালে দুনিয়ার রঙ্গিন ভোগ বিলাস ছেড়ে ইবাদত ও রিয়াযতের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এবং শরীয়াতে হারাম কৃত বস্তু দেখা থেকে বিরত ছিল। আর একাকী ভাবে ঐ নির্জন জঙ্গলে বসবাস করতে কুণ্ঠিত হননি। এই ঘটনার মধ্যে বিশেষ করে ঐ সব যুবকদের জন্য শিক্ষা ও অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। যারা নিজের যৌবনের নেশায় বেহুশ হয়ে নফস ও শয়তানের প্রতারনায় পড়ে গুনাহের মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** অসন্তুষ্টির শিকার হয়। তাদের উচিত, যৌবনের গুরুত্ব বুঝে ঐ মূল্যবান মূহুর্তটাকে অহেতুক নষ্ট না করে **আল্লাহ্ তায়ালার** ইবাদতে অতিবাহিত করা। কেননা, জীবনে যৌবন নামক নেয়ামত শুধু একবারই অর্জিত হয়।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সুস্থতা, যৌবন, সম্পদশালীত্ব এবং জীবনকে নষ্ট করে দিওনা। এতে নেক আমল করে নাও, এই নেয়ামত সমূহ বারবার আসেনা। আরো বলেন: যৌবন খেল তামাশায় অতিবাহিত করে বৃদ্ধাবস্থায় যখন অঙ্গ সমূহ নিস্তেজ হয়ে যাবে, তখন অধিক ইবাদত করার ইচ্ছা করাটা বোকামী। যা আমল করার যৌবন কালেই করে নাও। কেননা, নেককার যুবকের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে।[২]

রিয়াজত কে ইয়েহি দিন হে বুঢ়া পে মে কাহা হিম্মত,
জু কুছ করনা হো আব করলো, আভি নুরী জাওয়া তুম হো।
(সামানে বখশিশ, শাহ্জাদায়ে আ'লা হযরত মুফতী আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه)

---

[১] (আর রউযুল ফায়িক, আল মজলিসুল হাদী, ওযাস সালাসোনা ফি মানাকিবুস সালিহিন, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা)
[২] (মিরআতুল মানাজিহ্, ৭/১৬ সংক্ষেপিত)

পাঁচটি প্রশ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যৌবন **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রদত্ত নিয়ামত সমূহ থেকে এক বড় নেয়ামত, যেটার কোন মূল্য হয় না। একবার যদি চলে যায়, তবে শতকোটি টাকা খরচ করলেও তা অর্জন হয় না। যদি আমরা দুনিয়ার মধ্যে থেকে নিজের যৌবন **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে অতিবাহিত করি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিন অপদস্ত হওয়া ও অপমান থেকে বেঁচে যাবো। অন্যথায় এই নেয়ামতের গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে কঠিন শাস্তি ও পেরেশানিতে পড়তে হবে। কেননা, কিয়ামতের দিন যৌবনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যেমনিভাবে-

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত পা উঠাতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তার কাছ থেকে পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা না হবে।
(১) বয়স কোন কাজে ব্যয় করেছ? (২) যৌবন কোন কাজে অতিবাহিত করেছ? (৩) সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছ? (৪) কোথায় খরচ করেছ? (৫) এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে কতটুকু আমল করেছ?"[১]

যে সৌভাগ্যবান নিজের যৌবনের গুরুত্ব দিয়ে নফসের কামনা ও বাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ট ভাবে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিন-রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জন করে নেয়। আসুন! এই ব্যাপারে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবণ করি:

ইবাদত পরায়ন যুবকের মর্যাদা

(১) ইরশাদ হয়েছে: "নিজের যৌবনে ইবাদতকারী যুবক, বৃদ্ধ অবস্থায় ইবাদতকারী ব্যক্তির উপর এরূপ ফযীলত অর্জন রয়েছে যেমন রাসূলগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মর্যাদা সকল নবীদের উপর রয়েছে।"[২]

---

[১] (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিয়্যামাহ..... বাবু ফিল কিয়্যামাহ্, ৪/১৮৮, হাদীস- ২৪২৪)
[২] (আত্ তারগীব কি ফযায়িলুল আমাল ওয়া সাওয়াব জালিশা, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৮)

৭২ জন সিদ্দিকীনের সাওয়াবের অধিকারী

(২) ইরশাদ হয়েছে: "যে যুবক দুনিয়ার স্বাদ এবং তার আরাম আয়েশকে ছেড়ে দিল এবং তার যৌবনের মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হলো, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ সৌভাগ্যবানকে ৭২ জন সিদ্দিকীনের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন।"[১]

আল্লাহ্ তায়ালার প্রকৃত বান্দা

(৩) ইরশাদ হয়েছে: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ সুন্দর যুবককে সব চেয়ে বেশি পছন্দ করেন, যে তার যৌবন ও সৌন্দর্য্যকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। **আল্লাহ্ তায়ালা** এই ধরণের বান্দার উপর ফিরিস্তাদের সামনে গর্ব করে ইরশাদ করেন: "এই হলো আমার প্রকৃত বান্দা"।"[২]

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দা

(৪) ইরশাদ হয়েছে: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ যুবককে ভালবাসেন, যে তার যৌবনকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্যে অতিবাহিত করে দিয়েছে।" [৩]

মুহাব্বত মে আপনি গোমা ইয়া ইলাহী, না পায়োঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
তো আপনি বিলায়াত কি খয়রাত দে দে, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!
(ওসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যৌবন মূল্যায়নকারীদের উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র কেমন দয়া হয়। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেন। এই জন্য যুবকদের প্রতি আবেদন যদি বৃদ্ধকালে প্রশান্তিময় জীবন

---

[১] (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল শাওয়ায়েজ ওয়ার রিকাব্য শেখ, আল ফসলুল আওয়াল, আত্ তারগীবুল আহাদী মিনাল আকওয়ান, ৮,১৫/৩৩২, হাদীস- ৪৩০৯৯)

[২] (কানযুল উম্মাল, আল ফসলুন আউয়াল, কিতাবুল মাওয়ায়েজ ওয়ার রিকাফ ওয়াল খিতব ওয়াল হিকম, আত্ তারগীবুল আবাদী মিনাল আকওয়াল, ৮,১৫/৩৩২, হাদীস- ৪২০৯৬)

[৩] (হিলইয়াতুল আউলিয়া, আব্দুল মালিক বিন ওমর বিন আব্দুল আযিয, ৫/৩৯৪, হাদীস- ৭৪৯৬)

অতিবাহিত করার ইচ্ছা হয়, তবে যৌবনের নেয়ামতকে গনীমত জেনে এই ধ্বংসাত্মক দুনিয়ার পিছনে দৌড়াঁনোর পরিবর্তে নিজের নফসকে ইবাদত ও রিয়াযতের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করুন, যদিও তা খুবই কষ্টসাধ্য হয়। কেননা, যৌবনকালে অনেক বেশি আশা ও আকাংখা থাকে। কিন্তু আমরা অন্যান্য কার্যাবলির পাশাপাশি **হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করি, তাঁর ইবাদত রিয়াযতে সাজানো পবিত্র জীবন অনুসারে আমল করি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের জীবনের মধ্যে মাদানী বাহার আসবে।

প্রিয় আক্বা ﷺ এর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আতা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি এবং আমার সাথে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এবং সায়্যিদুনা ওবাইদ বিন আমর رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মহান দরবারে উপস্থিত হলাম। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا আরয করলেন: আমাদেরকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে কোন আশ্চর্য্যজনক কথা শুনান। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কেঁদে দিলেন এবং বললেন: এক রাতে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমাকে অনুমতি দাও যে, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। আমি আরয করলাম: আমি আমার চাহিদার পরিবর্তে আপনার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হওয়া অধিক পছন্দ করি। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ভালভাবে অযু করে কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার পুনরায় কাঁদতে লাগলেন। এমনকি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চক্ষু মোবারক থেকে বের হওয়া অশ্রু মোবারক জমিনে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকুতে মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ উপস্থিত হন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কাঁদতে দেখে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মা বাবা আপনার জন্য কোরবান। কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? অথচ আপনার সদকায় **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার আগে ও পরের

সকলের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?" (১)

রোতাহে জু রাতো কো উম্মত কি মুহাব্বত মে, ওয়ো শাফেয়ী মাহশর হে সরদারে মদীনা কা।
রাতো কো জু রোতা হে আউর খাক পে ছোতা হে, গম খাওয়ারহে সাদাহ হে মোখতার মদীনে কা।
কবজে মে দো'আলম হে পার হাত কা তাকিয়্যা হে, ছোতা হে ছাটায়ি পার সরদারে মদীনে কা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষ্পাপ, বরং নিষ্পাপদের সরদার ও ইবাদতকারীদের সরদার হওয়া সত্ত্বেও কি পরিমাণ কান্না করে **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইবাদত করতেন। অথচ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান মর্যাদা এত উত্তম ও উচুঁ যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনুমতিক্রমে **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইচ্ছানুসারে কিয়ামতের দিন ক্ষমার প্রত্যাশাহীন গুনাহ্গারদের শাফায়াত করবেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমি (মাযার শরীফ থেকে) বাইরে বের হয়ে আসবো, যখন লোকেরা সমবেত হয়ে আসবে, তখন আমিই তাদের পথ প্রদর্শক হবো। যখন তারা কিয়ামতের ভয়াবহতায় নিশ্চুপ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের খতীব তথা খুতবা পাঠকারী হবো। যখন তারা বাধা প্রাপ্ত হবে, তখন আমিই তাদের সুপারিশকারী হবো। যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদানকারী হবো। বুর্যুগী ও **আল্লাহ্ তায়ালা**র সমস্ত ধন ভান্ডারের চাবি ঐ দিন আমারই হাতেই থাকবে এবং আদম সন্তানের মধ্যে আমিই **আল্লাহ্ তায়ালা**র কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান হবো। আমার চারপাশে এক হাজার সেবক থাকবে।"(২)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! উৎসর্গ হয়ে যান! ইহকাল ও পরকালের সর্দার, **আল্লাহ্**র হুকুমে মালিক ও মোখতার হওয়া সত্ত্বেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের আগ্রহ এমনি ছিল যে, অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে তাঁর পা মোবারকে ফোলার চিহ্ন দেখা

(১) (দুররাতুননাসেহীন, আর মজলিসু খামেস ওয়াস সিত্তুন কি বয়ানে বকা,, ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠা)
(২) (দারেমি, বাবু মা আতান্নাবী মিনাল ফদ্বল, ১/৩৯, হাদীস- ৪৭)

যেত এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের গুনাহ্কে ক্ষমা করার জন্য কান্নাকাটি করতেন। এতে বিশেষ করে ঐ সব যুবকদের জন্য নসীহতের মাদানী ফুল রয়েছে, যাদের মন ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয় না এবং সে সারা রাত অপ্রয়োজনে নষ্ট করে দেয়, সুতরাং তাদের খেদমতে আরয হলো যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশ্রুর কথা স্মরণ করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য **আল্লাহ্ তায়ালার** হুকুম আহকাম সমূহ পালন করুন। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহের অনুসরন এবং পরকালের নেয়ামত পাওয়ার আশায় অনেক বেশি নেকী অর্জন করুন।

যৌবনকে বৃদ্ধ কালের আগে গনীমত মনে করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! যৌবন কালে ইবাদত করার সৌভাগ্য হওয়া কোন বড় নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। কেননা, যৌবনের প্রান্তে পা রাখতেই মানুষ শয়তানের ভয়ানক চালে, নফসের নাজায়িয কামনা, খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ, দুনিয়ার ভবিষ্যত সর্বোত্তম করার চিন্তা এবং ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়া রঙ্গিন গহ্বরে সম্পদ উপার্জনের নাজায়িয পদ্ধতির কারণে গুনাহের অন্ধকারে এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। আর ইবাদত ও রিয়াযতের প্রতি ধাবিত হতে পারে না। স্মরণ রাখবেন! আমাদেরকে খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কবর ও হাশরের দীর্ঘ সময়ের কার্যাবলীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য বুদ্ধিমত্তা হবে এই সংক্ষিপ্ত সময়কে গনীমত জেনে কবর ও হাশরের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকা এবং নিজের মুল্যবান সময়কে অহেতুক কাজে নষ্ট না করা। কেননা, জানা নেই, আগামী মুহূর্তে সে বেঁচে থাকবে নাকি মৃত্যু তাকে সুদীর্ঘ কালের গভীর নিদ্রায় পাঠিয়ে দেয়। এ কারণে যৌবন ও জীবনকে গনীমত জেনে নেকীর কাজে ব্যস্ত হয়ে যান।

হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে: "পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত মনে করো। বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবন কে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে,

ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার পূর্বে, সুখকে দুঃখের পূর্বে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।"[১] যদি আমরা আমাদের যৌবনকে অলসতায় কাটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে এর বরকতে না শুধু আমাদের দুনিয়া উত্তম হবে বরং কবরের মধ্যেও **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া মুষলধারে বর্ষিত হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আসুন! এই ব্যাপারে একটি চমৎকার ঘটনা শ্রবণ করি:

দুইটি জান্নাতের সুসংবাদ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সময়কালে এক নেককার যুবক মসজিদে ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন। যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন রাতের মধ্যেই তার গোসল কাফন দাফনের ব্যবস্থা করার পর যখন সকালে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে এই ঘটনার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তার বাবার সাথে ঐ নেককার সন্তানের ইন্তেকালের সমবেদনা জানানোর জন্য সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সমবেদনা জানানোর পর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: তুমি আমাকে কেন খবর দাওনি, যে আমি তার জানাযা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতাম। সে বলল: হে আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! রাত খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং আপনার বিশ্রামের কথা চিন্তা করে আপনাকে জানানোটা ভাল মনে করেনি। তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমাকে এই নেককার যুবকের কবরে নিয়ে চলো। অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং তাঁর সঙ্গীদের ঐ যুবকের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ডাক দিলেন: হে অমুক! **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতি পালক সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে। তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।

(পারা: ২৭, সূরা: আররহমান, আয়াত: ৪৬)

[১] **(মিশকাতুল মাসাবিহ্, কিতাবুল রিকাক, আল ফসলুল সানি, ২/২৪৫, হাদীস- ৫১৭৪)**

ঐ নেককার যুবক কবর থেকে দুবার উত্তর দিল: "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার প্রতিপালক আমাকে দুটি জান্নাত দান করেছেন।[১]

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! এই যুবক তার পুরো জীবনটা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থেকে নেকীর মধ্যে অতিবাহিত করেন। আর তা মৃত্যুর পর তাঁর এই ইবাদত তার ক্ষমার মাধ্যম হয় এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত ও সৌভাগ্য হয়। স্মরণ রাখবেন! এই সুন্দর যৌবন ক্ষণস্থায়ী, আর এর দ্বারা অহংকার করা নিছক বোকামী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুস্থতা ও যৌবনের ধোঁকায় পড়ে এবং দিন-রাত গুনাহের মধ্যে না কাটিয়ে একনিষ্ঠতা ও স্থায়িত্বের সাথে ইবাদতের স্বাদ ও তিলাওয়াতের অভ্যাস বানিয়ে নিন। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি বৃদ্ধকাল এসে যায় এবং ইবাদতের ভালবাসাও অবশিষ্ট থাকে। তবে সুস্থতা ও সাহস না হওয়া সত্ত্বেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই অপরাগ দুনিয়ার মধ্যেও যৌবনের ইবাদতের মতই সাওয়াব পেতে থাকবে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যখন বান্দা ইসলামের মধ্যে নেকী করা অবস্থায় বয়সের এমন একটি পর্যায়ে পৌছে যায়, যে তার কোন বস্তুর ব্যাপারে প্রথম থেকেই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কারণ বশতঃ তা মনে থাকে না। তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** তার আমল নামায় ঐ নেকীও লিখে দেন, যেটা সে তার সুস্থ অবস্থায় করতো।[২] হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যে বৃদ্ধ লোক বয়সের কারণে অধিক ইবাদত করতে পারে না। কিন্তু যৌবন কালে খুব ইবাদত করতো, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করে তার আমল নামায় ঐ যৌবন কালের ইবাদত লিখে দেন।[৩]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] (তারিখে ইবনে আসাকির, আমর বিন জামে বিন আমর বিন মুহাম্মাদ বিন হারব ৪৫/৪৫০ নম্বর- ৫৩২০)

[২] (মুসনদে আবি ইয়ালা, মসনদে আনাস বিন মালিক, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান আল আনসারী ৩/২৯৩, হাদীস- ৩৬৬৬)

[৩] (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/৮৯)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "সদায়ে মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌবনে ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং নফস শয়তানের চাল থেকে সাবধান থাকার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতেজফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "সদায়ে মদীনা" দেয়া। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করানোকে "সদায়ে মদীনা" বলা হয়ে থাকে। স্মরণ রাখবেন! এই মাদানী কাজের রিসালার নাম "সদায়ে মদীনা" ও রিসালা সহকারে সর্ব সাধারণের জন্য আসছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সদায়ে মদীনার বরকতে নামায আদায়কারীরা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে। ☀ সদায়ে মদীনার বরকতে নামাযের হিফাযত হয়ে থাকে, ☀ সদায়ে মদীনার বরকতে মসজিদের প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে ফজরের নামায আদায় হয়ে থাকে, ☀ সদায়ে মদীনার বরকতে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সাওয়াবও লাভ করতে পারে, ☀ সদায়ে মদীনা লাগানোর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুনাম হবে ও প্রচার হবে, ☀ সদায়ে মদীনা প্রদানকারীরা মুসলমানদেরকে বারবার হজ্ব এবং প্রিয় মদীনা শরীফ দেখার দোয়া প্রদান করছে, ☀ **আল্লাহ পাক** চাইলে তো এই দোয়া সমূহ তার হকেও কবুল হতে পারে, ☀ সদায়ে মদীনার মধ্যে পায়ে চলার বরকতে শরীর সুস্থ থাকে, ☀ সদায়ে মদীনা লাগানো মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা আর মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা হলো সুন্নাতে মুস্তফা। মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা সুন্নাতে দাউদী عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام। মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা সুন্নাতে হায়দারী ও সুন্নাতে ফারুকী। যেমনিভাবে-

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ফজরের নামাযের জন্য লোকদেরকে জাগিয়ে মসজিদে তাশরীফ নিতেন। (তাবকাতে কুবরা, ৩/২৬৩ সংক্ষেপিত) আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সদায়ে মদীনা লাগানোর একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই। যেমন-

সদায়ে মদীনার বরকতে ফয়যানে মদীনার জন্য জায়গা মিলে গেল

এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সাথে একটি শহরে গেল, ফজরের আযানের পর সে সদায়ে মদীনা দিতে রইল, হঠাৎ এক মর্ডান যুবক তাদের সাথে অংশগ্রহণ করলো আর সেও ফজরের নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করলো। পরবর্তীতে ঐ যুবকের পিতা মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন, এই সম্মানিত ব্যক্তি ধনবান ছিল, তিনি এসেই বললেন: সদায়ে মদীনার বরকতে তার অকৃতজ্ঞ মর্ডান (**Modern**) বেনামাযী সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগালো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মর্ডান যুবকের পিতা প্রভাবিত হয়ে ঐ শহরে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য জমি দান করলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতের বরকতে বৃদ্ধকালেও যুবক

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যৌবন কালে ইবাদত করার ব্যাপারে অনেক সুন্দর কথা বলেছেন: যে (ব্যক্তি) **আল্লাহ্ তায়ালা**কে ঐ সময় পর্যন্ত স্মরণ রাখে, যখন সে যুবক ও সুস্থ ছিল। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ঐ সময় স্মরণে রাখবেন যখন সে বৃদ্ধ ও দূর্বল হয়ে যাবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাকে উত্তম শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং স্মরণশক্তি দান করবেন। হযরত সায়্যিদুনা আবুত্ তৈয়ব তিবরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একশত বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্মরণশক্তি ও শারীরিক গঠন ও সুস্থ সবল ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কেউ সুস্থতার গোপন রহস্য জিজ্ঞাসা করেন। তখন বলেন: আমি যৌবন কালে আমার শারীরিক শক্তিকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আর আজ যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** তা আমার জন্য বহাল রেখেছেন। এর বিপরীতে সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক বৃদ্ধ লোককে দেখলে, যে ভিক্ষা করছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ঐ ব্যক্তি

যৌবনকালে **আল্লাহ্ তায়ালার** হক নষ্ট করেছে এবং **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে বৃদ্ধ কালে তার শক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দারা তাদের যৌবনের বাগানকে ইবাদত ও রিয়াযতের পানি দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতেন, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** বৃদ্ধকালেও তাদের উপরে যৌবনের শক্তি অবশিষ্ট রাখেন। কিন্তু আফসোস! আমাদের যুবকরা ইবাদত ও তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া **(Social Media)** এবং টিভির খারাপ ব্যবহারের কারণে তাদের মূল্যবান সময় গুরুত্বহীন ও মূল্যহীনভাবে নষ্ট করতে চোখে পড়ে। মোবাইল ফোন নতুন টেকনোলজির একটি অংশ প্রয়োজনীয়তা ও যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম, যা আমাদের জন্য উপকারী। সেখানে অথচ এটার ভূল ব্যবহার কারণে অনেক ক্ষতির কারণ হয়। আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্র- ছাত্রীরা যাদেরকে আমরা ভবিষ্যতের কর্ণধার বলি। তারা এই বিপদের স্বীকার, কেউ গেইমসের পাগল, আবার কেউ সিনেমার গানের পাগল, কারো মেমোরিকার্ড লজ্জাহীন ভিডিওতে ভরপুর। আবার কেউ নাইট প্যাকেজে গিয়ে সারা রাত অনর্থক অশ্লীল কথাবার্তায় অতিবাহিত করে। এমনি ভাবে ইন্টার নেটের দূর দর্শিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী আবিষ্কার। এর মাধ্যমে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অসংখ্য উপকার হয়। কিন্তু এর মাধ্যমেও যুবকদের অনেক মন্দ জিনিস ব্যাপক হতে চলছে। ইন্টারনেট চুরির মত, যেটার ভাল-মন্দ উভয় ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহার বেশি। ইন্টারনেটে থাকে বিচিত্র সূচীপত্র এবং কাহিনী, খারাপ ছবি এবং নফসের কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করার অশ্লীল সিনেমা-নাটক সমূহ যুবকদের চরিত্র, কার্যকলাপ ও অভ্যাসকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পুরো রাত ইন্টারনেটে নির্দয় ভাবে নিজের টাকা ও মূল্যবান সময় নষ্ট করা, মিথ্যা বলা, লোকদের ধোঁকা দেওয়া, ব্লাক মেইল করার মত খারাপ কাজ আমাদের সমাজে যুবকদের মাঝে খুব দ্রুত ব্যাপক

[১] (মজমুয়া রসায়িলে ইবনে রজব, ৩/১০০ সংক্ষেপিত)

হতে চলছে। প্রথমে তো ইন্টারনেটের ব্যবহার শুধুমাত্র কম্পিউটারেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন এই সুযোগটা মোবাইলে চলে এসেছে, যা ছোট বয়সের বাচ্চাও এই মহামারির স্বীকার হয়ে তার ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে। এই রোগে আক্রান্ত যুবক, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পাওয়া ছেড়ে চরিত্র নষ্ট করে সমাজের মধ্যে অপদস্তের স্বীকার হওয়া চোখে পড়ছে। **আল্লাহ্ তায়ালা**র ওয়াস্তে অলসতা ছেড়ে আপনার সংশোধনের পাশাপাশি আপনার সন্তানের সংশোধনের মন মানসিকতা তৈরী করুন। যদি আমাদের বাচ্চাদের এই নতুন টেকনোলজীর প্রতি পরিচয় করতে হয়, তবে এর সঠিক ব্যবহার শিখান এবং তাকে পর্যবেক্ষনও করুন। ইন্টারনেটের উপকার অর্জন করতে গিয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের মূল্যবান সময় সঠিক জায়গায় ব্যবহার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** ভিজিট করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই ওয়েব সাইটে কুরআন পাকের অনুবাদ কানযুল ঈমান এবং তাফসীর ছাড়াও হাদীস ও উসূলে হাদীস, ফিকাহ্ ও উসূলে ফিকাহ্, সিরাত ও তাসাউফ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাংলা, উর্দূ, ইংরেজী, আরবী, হিন্দি, গুজরাটি এবং দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষার না শুধু অনলাইনে পড়া যায় বরং ডাউন লোড ও প্রিন্ট আউট করা ও যায়। এ ছাড়াও শায়খে তরীকত আমীরে আহ্লে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত মাদানী মুযাকারা, নিগরানে শূরা ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান, হামদ, নাত, মানকাবাত এবং সংশোধনী শর্ট ক্লিপস **(Short clips)** ও রয়েছে, যেখানে আপনি ডাউন লোড **(Downlod)** করে ফেইসবুক **(Facebook)** বা হোয়াটসআফ **(Whatsapp)** এর সঠিক ব্যবহার করে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের শেয়ারও **(Share)** করতে পারবেন। শরয়ী মাসায়েল জানার জন্য অনলাইন দারুল ইফতা এবং দুঃখী মানুষদের সহানুভূতি প্রদর্শন ও রূহানী চিকিৎসার জন্য তাবীজাতে আত্তারীয়্যা অনলাইনে কাট এবং ইস্তেখারাও করতে পারবেন। এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কিছু বিভাগের পরিচিতি রয়েছে, কমপক্ষে ১০৪টি থেকে বেশি বিভাগ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য অনেক মাদানী কাজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগীতার পরিপূর্ণ পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আপনার

ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এমন সফটওয়্যারের মাধ্যমে মদীনা লাইব্রেরী রয়েছে, যেটা কম্পিউটারে ইন্সটল **(Install)** করে সার্চজিং অপসনে **(Searching Option)** এর সাহায্য দুইশতেরও অধিক কিতাব ও রিসালা থেকে উপকার পাবেন। এমনকি নামাযের সময় নির্ধারণের সফটঅয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও শহরের মধ্যে ইফতার ও নামাযের সময় সূচী জানা যায়। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে নতুন যুগে নব সৃষ্টির সঠিক ব্যবহার করার তাওফিক দান করুক এবং এগুলোর খারাপ ব্যবহার করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর প্রতি মন বসানোর চেষ্টা করুন এবং কোন গুনাহ্কে ছোট মনে করে কখনো করবেন না। কেননা, একটি গুনাহ্ অনেক গুনাহের সংমিশ্রন। অর্থাৎ আরও দশটি গুনাহ্ সাথে নিয়ে আসে।

গুনাহের ১০টি ক্ষতি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: গুনাহ্ তা যদি একটি ও হয় সেটা দশটি মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে (১) যখন বান্দা গুনাহ্ করে থাকে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হন। এমনকি তিনি ঐ বান্দার উপর গজব দেওয়ার শক্তি রাখেন (২) সে অর্থাৎ গুনাহ্কারী অভিশপ্ত শয়তানকে খুশী করে থাকে (৩) জান্নাত থেকে দূরে চলে যায় (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায় (৫) সে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ নিজের প্রাণকে কষ্ট দেয় (৬) সে তার অন্তরকে অপবিত্র করে ফেলে, যদিও সেটা পবিত্র থাকে (৭) সে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে (৮) সে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তার রওজা মোবারকে ব্যথীত করে থাকে (৯) আসমান এবং জমিনে ও সমস্ত সৃষ্টিকে তার নাফরমানির উপর স্বাক্ষী বানিয়ে রাখে (১০) সে সকল মানুষের খিয়ানত এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** নাফরমানি করে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] (বাহরুদ দুমুয়, আল ফছলুস সানি, আওয়াকেবুল মা'ছিয়া, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! গুনাহ্ সেটা যদিওবা সংখ্যায় একটি ও হয়, কিন্তু তার কারণে মানুষ দশটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই জন্য যদি শরীয়াতে কোন কারণ বশত গুনাহ্ সংগঠিত হয়ে যায়, তবে তাড়াতাড়ি **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে সত্যিকার তাওবা করে নিন। আফসোস! শত আফসোস! কিছু মূর্খ যৌবনের নেশায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোঁকায় সম্পৃক্ত হয়ে সুদীর্ঘ আশা করে থাকে। অলসতার চাদর পরে শরীয়াতের আহকামকে পিছনে ফেলে তাওবার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে এইভাবেই শান্তনা দিয়ে থাকে যে, এখনো তো খেলাধূলার সময়। অমুককে দেখ তার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বেঁচে আছে, আমি তো এখনো সুস্থ ও যুবক। এইভাবে মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী আশা ভরসায় জীবিত থাকে। তারপর যেমন তেমন ভাবে যৌবন নিঃশেষ হতে শুরু করে। আর বৃদ্ধ কালে নিজের ভিতকে মজবুত করতে চলে যায়। তারপর গিয়ে এমন হুশে আসে, এখন তো আমাকে তাওবা করে নিজের গুনাহ্ থেকে বাঁচা এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** ইবাদত বেশি করার দৃঢ় সংকল্প করা উচিত। তার পর যদিও অনেক সময় সাহস করে নেকী করতে সফল হয়ে যায়। কিন্তু যৌবনের ব্যবহারকে স্মরণ করে খুব অন্তর জ্বলে এবং অশ্রু প্রবাহিত করে। আহ্! আমি যদি আমার যৌবনকে ইবাদত ও রিয়াযতের মধ্যে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আহ্! যৌবন কোথায় অতিবাহিত হয়ে গেল। সবার মত অতিবাহিত হয়ে গেল, আর এখন তো কখনো পুনরায় ফিরে আসবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌবনে নেক নামাযী হওয়া এবং **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত সম্পর্ক রাখুন এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথেই থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ায় প্রায় ১০৪টি বিভাগে দ্বীনে মতীনের আমলী খেদমতে ব্যস্ত রয়েছে। এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি হলো দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত। যার অধীনে সর্ব প্রথম দারুল ইফতা ১৫ই শাবান ১৪২১ হিঃ জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী

চৌক, বাবুল মদীনায় (করাচীতে) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এখনো পর্যন্ত করাচীর বিভিন্ন এলাকায় এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরেও দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্টিত হয়েছে। যেখানে মুফতিয়ানে কিরাম উম্মতে মুসলিমার শরয়ী মাসয়ালার সমাধানে ব্যস্ত রয়েছে। এছাড়া দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতিয়ানে কিরাম টেলিফোন, হোয়াটস্-আপ (WhatsApp) ইন্টারনেট এর মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত মাসয়ালা সমূহ উত্তর প্রদান করে থাকেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যে কোন প্রান্ত হতে এই মেইল এডড্রেস- **darulifta@dawateislami.net** প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে দারুল ইফতায়ে আহলে সুন্নাত নামে এক জনপ্রিয় এবং শুধু শিক্ষণীয় অনুষ্ঠানও প্রচার করা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইলমে দ্বীনের আলো ছাড়ানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র (I.T) মজলিশের সহযোগিতায় দারুর ইফতা আহলে সুন্নাত মোবাইল এ্যপলিকেশন'ও (Application) চলে এসেছে এবং আরো বেশি উন্নতির জন্য চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। আল্লাহ পাক দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতকে আরো বেশি উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান সেই, যে জীবনকে গনীমত জেনে গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নেয় এবং নিজের বাকী জীবনে অধিকতর চেয়ে অধিক ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। বিশেষ করে যুবকদের তাওবা করার ব্যাপারে কখনো দেরী করা উচিত নয়। কেননা, **আল্লাহ পাক** যুবকদের তাওবা করা খুবই পছন্দ করেন। যেমনিভাবে- **প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ অর্থাৎ যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তায়ালা** ভালবাসেন।"[১] অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "مَامِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الشَّابِّ التَّائِبِ। অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা**র কাছে যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কেউ নেই।"[২]

---

[১] (কানযুল উম্মাল, বিতাবুত তাওবা, আল ফসলুল আউয়াল ফি ফদলিহা ওয়াত তারগীব ফিহা, ২,৪/৮৭, হাদীস- ১০১৮১)
[২] (কানযুল উম্মাল, হরফুল মীল, কিতাবুল মাওয়ারেজা ওয়াল হুকুম, আত তাহীবুল আহাদী মিনাল আব্যমাল ৮,১৫/৩৩২, হাদীস- ৪৩১০১)

যুবকদের সংশোধনের ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ইসলামীর ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিৎনার যুগে কুরআন ও সুন্নাত থেকে দূর, যৌবনের আনন্দে বিভোর, লোভ-লালসার নেশার মধ্যে চোর ও নফস শয়তানের হাতে অক্ষম হয়ে গুনাহর স্রোতের মধ্যে ভাসমান যুবকদের সংশোধন এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাধ্যমে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাতি কোর্সও হয়। এই কোর্সের উপকার ও গুরুত্বের ব্যাপারে শায়খে তরীকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "ফয়যানে সুন্নাত" প্রথম খন্ড ৫১০ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে পরিপূর্ন ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্স আখিরাতের জন্য এই পরিমাণ উপকারী যে, এখানে যা কিছু শিখানো হয়, সেগুলোর ব্যাখ্যা জেনে যাওয়ার পর সম্ভবত দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমান এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে; হায়! আমিও যদি ৬৩ দিনের তরবিয়্যাত কোর্স করতে পারতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ফয়যানে মদীনা সায়েদাবাদ ঢাকা ছাড়াও অন্যান্য শহরের মধ্যেও মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্সের ধারাবাহিকতা চালু করা হয়। এখানে এমন কিছু ইলম অর্জন হয়, যেগুলো শিখা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরজ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্সের মধ্যে চারিত্রিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অযু, গোসল ছাড়াও নামাযের ব্যবহারিক পদ্ধতি শিখানো হয়। মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন, দাফন, জানাযার নামায এবং ঈদের নামাযেরও প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। মাদানী কায়েদার মাধ্যমে বিশুদ্ধ মাখারিজের পাশাপাশি কুরআনের হরফ সমূহ আদায় করার শিক্ষা দেওয়া হয়। কুরআনুল কারীমের শেষের ২০টি সূরা মুখস্থ এবং সূরা মূলকের মশক করানো হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অনেক যুবক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং তাদের অনুজ্জ্বল জীবনের মধ্যে মাদানী বাহার এসে গেল। আর তাদের যৌবনে পুরো সময়টা **আল্লাহ্ তায়ালা**র ও **তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের উপর ওয়াকফ করে এই মাদানী উদ্দেশ্যকে "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" প্রসারকারী হয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিসালা "যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবে?" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যুবকদের মধ্যে ইবাদতের স্বাদ সৃষ্টির জন্য এবং সুন্নাতের উপর আমলের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৮ই রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম মাদানী মারকায জামে মসজিদ গুলজারে হাবীব (গুলিস্তানে ওকাড়ভী বাবুল মদীনা করাচী) এর মধ্যে যৌবনে ইবাদতের ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণনা করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মদীনাতুল ইলমিয়ার সহযোগীতায় নতুন সারাংশ যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করে "যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করবে?"-এ নামে সংকলন করা হয়েছে। এই রিসালার মধ্যে কুরআনের আয়াত, নসীহত মূলক হাদীসে পাক এবং বিভিন্ন বুযুর্গদের হিকমতে পূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে যুবকদেরকে ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করতে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার গোলাম বানানোর জন্য এবং তাদের কবর ও আখিরাতের চিন্তা তৈরী করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। আপনিও এ রিসালাটা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই রিসালা যুবকদের উদ্দেশ্য বুঝতে এবং ইবাদতে মন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সহযোগী হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই রিসালা পড়তে ও পারবেন ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউট ও করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "সুন্নাত ও আদব" হতে খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। প্রথমে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক রাতে পর্যায়ক্রমে উপবাস ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার বর্গের অনেক সময় রাতের খাবার মিলতো না

এবং অধিকাংশ সময় যবের রুটি আহার করতেন। (তিরমিযী, ৪/১৬০, হাদীস: ২৩৬৭) (২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা** আমার জন্য ইরশাদ করেছেন: আমার জন্য মক্কা মুকার্‌রমার পাহাড় সমূহকে স্বর্ণে পরিনত করে দেয়া হবে, কিন্তু আমি আরয করলাম: হে আল্লাহ! আমার তো এটাই পছন্দ যে, একদিন খাবার খাব আর অপর দিন উপবাস থাকব। এজন্য যখন উপবাস থাকব তখন তোমার নিকট গিয়ে কান্নাকাটি করব, আর তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন আহার করব, তখন তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। (তিরমিযী, ৪/১৫৫, হাদীস: ২৩৫০)

ঘোষণা

খাবার খাওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং এই সুন্নাত ও আদব সমূহ জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।
(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)